ইসলামে বিজয় এর অর্থ ১১ টি-

১। বিজয়ের প্রথম অর্থ ৮ টি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরিফের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে বলেছেনঃ অর্থঃ বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তার রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়

(ক) তোমাদের পিতা,

(খ) তোমাদের সন্তান,

(গ) তোমাদের ভাই,

(ঘ) তোমাদের স্ত্রী,

(ঙ) তোমাদের ¯^জাতি,

(চ) তোমাদের অর্জিত সম্পদ,

(ছ) তোমাদের ব্যবসা- বানিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংক্ষা কর,

(জ) এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাসতে, তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ তায়ালা সত্য ত্যাগী সম্পদায়কে সৎপথ প্রদশন করেন না। (সুরা তাওবা- ২৪)

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ

যদি আমরা আমাদের পিতাদের অমান্য না করতাম আমাদের কেউই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহে অংশ গ্রহন করতে পারতাম না।

পিতা মাতার অবাধ্যতা এক্ষেত্রে একটি গুন যেহেতু সে আল্লাহকে মান্য করছে। রাসুল (সঃ) বলেন সন্তান তোমাদের কৃপনতা বা নীচতা এবং কাপুরুষতার কারন।

এই দু'ধরনের অসুখই মানুষকে আক্রান্ত করে শুধু তারা ব্যতিত যাদেরকে আল্লাহ চান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

অর্থঃ হে মুমিনগন! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততিগনের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রæ অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।(সুরা তাগাবুন- ১৪)

পৃথিবীর দৃষ্টিকোন থেকে যারা তোমাদের সবচেয়ে কাছের দেখাচ্ছ হতে পারে পারে সত্যিকারর্থে, তারা তোমাদের বড় শত্রæ। তারা তোমাদের জিহাদের সময় দুরে সরিয়ে রাখতে চায়।
কেউ আবার সামাজিক মর্যাদা যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, হওয়ার কারনে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহে অংশ গ্রহন করতে না। কিন্তু জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ফরদুল আইন হলে তুমি উদাসিন ভাবে বসে থাকতে পারনা। হ্যাঁ ,আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেউ কি বলতে পারে যে, আমি ডাক্তার হওয়ার জন্য সালাত ও সিয়াম পালন করব না। কেউ কি তা বলে? জিহাদ এবং সালাত,এবং সিয়ামে কোন পার্থক্য নেই এবই ইবাদত। যখন কেউ এই ৮ টি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে জয়ী হয় সে এক বিশাল বিজয় লাভ করে। সেই সাথে আরেকটি বিজয় ফাসিক হওয়া থেকে বেচে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, যারা এই সব প্রতিবন্ধকতাকে পরাস্ত না করবে তারা ফাসিক, তুমি বিজয় অর্জন করতে পারবে যখন তুমি প্রমান করবে যে, তুমি শুধু মৌখিক ভাবে নয় বাস্তব ক্ষেত্রেও আল্লাহকে তার রাসুল (সঃ) কে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে ভালবাস।

অনেক ইসলামী দল দাবী করে যে, তারা তোমাকে আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) কে কিভাবে ভালবাসতে হয় তা দেখবে, তারা নাশীদ গাবে, কুরআন তেলাওয়াত করবে কুরআন শরিফ নিয়ে আলোচনা করবে। সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করবে এবং এভাবে আরো অনেক কিছু করবে। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সেই ভালবাসা দেখতে চাও তবে বেড়িয়ে পড় এবং মুজাহিদ হও। তখন তোমরা আর বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। কারন তুমি তা কাজে দেখিয়েছ ঈমানকে কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে।

২। শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাসুল(সঃ) বলেন শয়তান তোমাকে ঈমানের পথে বিরত রাখতে চেষ্টা করে।এবং তোমাকে বলে তুমি কি তোমার ধর্ম এবং তোমার পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছ? কিন্তু এই বান্দা তাকে আগ্রাহ্য করে, অতপর শয়তান হিজরতের পথে বিরত রাখতে চেষ্টা করে শয়তান তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি তোমার পরিবার ও সম্পদ ত্যাগ করতে যাচ্ছ? কিন্তু এই বান্দা তাকে অগ্রাহ্য করে। অতপর শয়তান তাকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। শয়তান তাকে বলে তুমি কি যুদ্ধ করতে এর্ব নিহত হতে যাচ্ছ, তোমার স্ত্রী অন্য কাউকে বিবাহ করবে এবং তোমার সম্পদ বিভক্ত করা হবে। কিন্তু সে তাকে অগ্রাহ্য করে এবং জিহাদ করে। রাসুল (সঃ) বলে এই বান্দার জন্য আল্লাহর ওয়াদা যে, তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (আহমেদ)

৩। মুজাহিদরা সুপথ প্রাপ্ত।